

বোকার সূর্গ (২)

(ধর্মের সমালোচনায় যাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে, দয়া করে এই প্রবন্ধটি পড়বেন না।)

আকাশ মালিক

অবিশ্বাসীদের প্রশ্নবাহে মোহাম্মদ তিজ্ঞ-বিরক্ত। দিনদিন তারা তার প্রতি কঠোর হচ্ছে। যৌক্তিক কোন উত্তর দিতে পারছেন না। পারছেন না কোন ম্যাজিক বা নিদর্শন দেখাতে। আল্লাহ্ আসলেন সান্তনা দিতে- *ওয়া-য়াকুলুনা লাওলা উনজিলা আলাইহি আয়াতু মির্ রাব্বিহি*-----। তারা বলে, 'তার প্রভু কেন তার কাছে কোন নিদর্শন বা প্রমাণ পাঠান না'? বলা, গায়েবী (অদৃশ্য বিষয়) শুধু আল্লাহর কাছে আছে, তোমরা অপেক্ষা করো আমিও অপেক্ষায় রইলাম। (সূরা ইউনুস ২০)

বাল কালু-----*বি আয়াতি কামা উরছিলাল আউয়ালুন। তারা আরো বলে, এ এক অলীক সপ্ন, সে এটি তৈরী করেছে, সে একজন কবি, সে বরং কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেমন পূর্ববর্তি নবীগনের কাছে এসেছিল।* (সূরা আম্বিয়া ৫)

মোহাম্মদ মক্কী জীবনের প্রত্যেকটি সুরায় বারবারই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন কিভাবে জ্বরদস্ত পরাক্রমশালী আল্লাহ তার শক্তির নিদর্শন সুরূপ বহু জনপদ ধ্বংস করেছেন, আর তার নবীগন লাঠিকে সাপ বানিয়ে, জলকে দ্বি-খন্ডিত করে, মৃতকে জীবিত করে, আগুনের ভেতর ঢোকে, মাছের ভেতরে বাস করে, কুষ্ঠ-রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে, বাতাসে উড়াল দেয়ার ক্ষমতা দেখিয়ে, কি অত্যাশ্চর্য নিদর্শন রেখে গেছেন। কিন্তু মোহাম্মদ নিজে বাস্তবে কোন নিদর্শন দেখাতে পারছেন না। হতাশ হওয়ারই কথা। এখন উপায়? *মা আ-মানাত কাবলাহুম*-----*আফাহুম ইউমিনুন। ওদের আগে অবিশ্বাসী বহু জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, এরা কি তবে বিশ্বাস করবে?* (সূরা আম্বিয়া ৬)। যেহেতু এরা বিশ্বাস করবেনা সুতরাং কোন নিদর্শন দেখিয়ে লাভ নেই। এমন কথায় যে চিড়া ভিজবেনা, এরা যে ওমন সু-বোধ বালকগন নয় মোহাম্মদ তা টের পেয়ে গেছেন। মোহাম্মদ শুধু কাল-ক্ষেপন করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অত্যন্ত ধর্মান্বীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ছলা-কলা কৌশল ব্যতীত বল প্রয়োগের ক্ষমতা নেই। মাত্র ১৪/১৫ জন লোক তার কথায় বিশ্বাস করেছে, তা-ও দু-একজন বাদে সকলই সমাজের বঞ্চিত, দারিদ্র ক্লিষ্ট নিম্ন-বিত্তের লোক। এদিকে কোরায়েশ নেতাগন লক্ষ্য করলেন, মোহাম্মদ তার মিস্ট ভাষায় রূপ-কথার কল্পকাহিনী শুনায়ে শিশু-কিশোরদের মগজ ধোলাই করে নিচ্ছেন। আবু-তালিবের ছেলে হজরত আলী এর প্রথম ভিক্টিম। চিন্তিত কোরায়েশ নেতাগন আবু-তালিবের শরণাপন্ন হলেন। তারা সমঝোতা করবেন মোহাম্মদের সাথে, যদি মোহাম্মদ তাদের দেব-দেবীগনকে সীকার করে নেন, তারাও মোহাম্মদের আল্লাহকে মেনে নেবেন। আবু-তালিব নিজে মোহাম্মদের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন না কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীন ভাতিজার প্রতি অপারিসীম মায়াও ত্যাগ করতে পারেন না। একদিন ভাতিজাকে কাছে ডেকে এনে বল্লেন- 'তুমি কি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দেবেনা'? মোহাম্মদ বল্লেন- 'প্রীয় চাচা, পারসীয়ানদেরকে পদানত করে আমি আরব বিশ্বে কোরায়েশ বংশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, আপনি একটিবার বলুন আমি (মোহাম্মদ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ'। রাজনীতি কাকে বলে, কোরায়েশ বংশের প্রবীন নেতা আবু-তালিব ভালই

বুঝেন, বল্লেন- ‘তোমার যা ইচ্ছে খুশি তা-ই করো, তবে আমি জীবিত থাকতে কাউকে তোমার অনিষ্ট করতে দেবোনা’। মোহাম্মদ আশুস্ত হলেন কিন্তু আশংকামুক্ত হতে পারলেন না, কারণ কোরায়েশ নেতাগণ তার প্রান নাশের হুমকি দিয়ে বসেছেন। মোহাম্মদও সমঝোতার পথ খোঁজছিলেন। এবার সরাসরি প্রকাশ্যে এক গনবৈঠকে প্রথমবারের মত আবৃত্তি করলেন সূরা ‘নাজম’। প্রথমাংশে বর্ণনা করলেন অবিশ্বাস্য, বিষ্ময়কর মে’রাজের ঘটনা। মধ্যখানে যে দুটো বাক্য উচ্চারণ করলেন তা নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। আয়াত দুটো ছিল- *আফরাইতুল লাতা ওয়াল উজ্জা ওয়া মানাত-----ওয়া আন্না শাফা-তুহুন্না লাতারজা।* আয়াতের প্রথমাংশের অর্থ হলো- **তোমরা কি ভেবে দেখেছো ‘লাত’ ‘মানাত’ ও তৃতীয় দেবী উজ্জার কথা?** দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো **'They are exalted goddesses: indeed, their intercession is to be expected.'** দ্বিতীয় অংশটুকু বর্তমান কোরআনে নেই। কোরায়েশগণ ভাবলেন ঠিক আছে, মোহাম্মদ অন্তত ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নিয়ে আমাদের দেব-দেবী স্মীকার করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, তখনকার আরববাসী ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতো বিধায় মক্কার কা’বা ঘর ছিল সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পবিত্র উপাসনাগার। তাই মোহাম্মদ যখন প্রথমাংশে তার নতুন ধর্মের কথা বলতেন কেউ তেমন একটা প্রতিবাদ করেনি, যতদিন পর্যন্ত না মোহাম্মদ তাদের ধর্মের ওপর আঘাত করেছেন। মোহাম্মদ দেখলেন মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। যেহেতু উপস্থিত জনতা এক বাক্যে সবাই সাক্ষী দিচ্ছেন যে তারা ঐ আয়াতটি শুনেছেন, মোহাম্মদ স্মীকার করলেন যে ঐ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল সত্য, তবে তা তার বা তার আল্লাহর মুখের বাণী ছিলনা। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন যে, শয়তান তার (মোহাম্মদের) কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিল। মানুষ তাজ্জব হয়ে গেল, শয়তান মোহাম্মদকেও ভুলাতে পারে, তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাতে পারে? আল্লাহ বল্লেন-‘ **শয়তান যদি তোমাকে ভুলায়ে দেয় তুমি তর্ককারীদের সাথে বসে থেকোনা, যতক্ষন না তারা প্রসঙ্গ বদলায়। আমি কিছু আয়াত তোমাকে ভুলায়ে এর পরিবর্তে ভাল বা এর অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি।**

কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৯০টিই মক্কায় রচিত। স্থান-কাল, সময়-তারিখ নির্দিষ্ট করে, জগতের তাবত মুসলমানজাতী কোনদিনই একমত হয়ে বলতে পারবেন না যে এই বইখানি প্রথম কোন্ বাক্য দিয়ে শুরু করে কোন্ বাক্যে শেষ হয়েছে, সূরা সমূহের কোন্ সিরিয়েল নাম্বারে বর্তমান কোরআন খানি রচিত। মদিনায় আবৃত্তি করা সূরা ‘বাকারা’ ক্রমিকানুসারে ৯৬ নং সূরা। তা এখন বর্তমান কোরআনের ২নং সূরা। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক মক্কায় থাকাকালীন সময়ে সূরা ‘বাকারা’ বাদ দিয়ে মোহাম্মদ ও তার অনুসারীগণ কোরআন পড়তেন কোন্ ক্রমিকানুসারে? সূরা ‘ফাতিহা’ নাজিল হওয়ার পূর্বে নামাজ কি পড়া হতো, হলে কিভাবে হতো? সূরা ‘ফাতিহা’ নাজিল হয়েছিল কারো কারো মতে ৬ অথবা ৮ অথবা ৪৮টি সূরার পরে। মক্কায় রচিত সূরাগুলো পড়লে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, মোহাম্মদের প্রানী-জগত, সৌর-জগত ও ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল অতি সীমিত। সেই সকল মক্কী সূরার কিছু-কিছু আয়াতের ওপর আলোকপাত করা যাক।

ওয়ালাকাদ বা’আছনা ফি কুল্লি উম্মাতি রাসুলান-----। আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতীর মধ্যে এক-একজন রাসুল পাঠিয়েছি-----। (সূরা নহল ৩৬)। আরব দেশের বাইরে জগতের কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ জাতীর কাছে রাসুল এসেছিলেন? না-কি পৃথিবীতে তখন শুধু আরব দেশেই মানুষের বসতি

ছিল? কোরআন বলছে, আরবের কেনান শহর থেকে সকল প্রাণীর এক-এক জোড়া করে নুহের বিশাল নৌকায় উঠানো হলো। আর চল্লিশ দিন সারা পৃথিবীকে জলের নীচে ডুবিয়ে রাখা হলো। চীন, রাশিয়া, কিংবা ভারতবর্ষের কোন মানুষ পশু-পাখি, সাপ, কীট-পতঙ্গ কি সেই নৌকায় উঠেছিল? না কি কেনান শহর ব্যতিত তখন জগতে কোন দেশ বা কোন প্রাণী ছিলনা? চল্লিশ দিন পর নৌকা থেকে নেমে এক জোড়া স্নাগ বা স্নেইল সারা পৃথিবীতে বংশ বিস্তার করলো কতো দিনে, কিভাবে? আর কেনই বা এক আদম আর এক বিবি হাওয়া থেকে সৃষ্ট মানুষ গুলো পৃথিবীতে হাজার প্রকার ভাষায় কথা বলে? ধরে নিলাম মা হাওয়ার ভাষা ছিল আরবী। তার সন্তানেরা একটি চতুষ্পদ জন্তুকে ‘জামাল’ নামে ডাকতো। আদমের সন্তানেরা বাংলাদেশে গিয়ে ঐ জন্তুটিকে দেখে ‘উট’ আর ইংল্যান্ডে এসে ‘ক্যামেল’ নামে ডাকবে কেন? আদম-হাওয়া কি তাদের সন্তানদেরকে এক-একটি বস্তুর কয়েক হাজার নাম শেখিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন? না কি ঐ সকল যায়গায় আগে থেকেই ভিন্ন ভাষার মানুষ বাস করতো? কেউ যদি বোকার সূর্গে বাস না করে তাহলে তার জন্যে ব্যাপারটা বুঝা মোঠেই কঠিন নয়।

আল্লাজি খালাকাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা-----। তিনিই ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু । তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন। (সূরা ফুরকান ৫৯)। ছয় দিনের হিসেবটা কিভাবে করা হলো? আল্লাহর কারিগরী হাতে সূর্য্য আগে না পৃথিবী আগে সৃষ্টি করলেন? কয় ঘন্টা কতো মিনিটে তখন এক দিন হতো? জুপিটার আর ইউরোনাসে কতো ঘন্টায় দিন হয় মোহাম্মদ কি তা জানতেন? তবে কি বিশ্ব-ভ্রম্মান্ত সৃষ্টি করতে, আল্লাহর কতো সময় লাগে, সে হিসেব রাখার জন্যে, এক সাথে সূর্য্য আর পৃথিবীকে সব কিছুর আগেই সৃষ্টি করেছিলেন? হুয়াল্লাজি জাআলাসুসামছা দিয়া-আন্ ওয়াল কামারা নূ-রান-----। তিনিইতো সূর্য্যকে করেছেন উজ্জল তেজসী আলোকময় আর চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়। (সূরা ইউনুস ৫)। তাবা-রাকাল্লাজি জাআলা ফিছছামায়ি বুরু-জান ওয়াজাআলা ফি-হা ছিরা-জান ওয়া কামারাম মুনি-রা। তিনিই কল্যানময় যিনি আকাশে তারকারাজী সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে রেখেছেন একটি প্রজ্বল বাতি (সূর্য্য) ও দীপ্তিময় চন্দ্র। (সূরা ফুরকান ৬১)। ওয়াল কামারা নূ-রান জ্যোতির্ময় চন্দ্র, ওয়া কামারাম মুনি-রা দীপ্তিময় চন্দ্র ওগুলোর মা'নেটা কি? ১৪শত বৎসর পূর্বে যে চোখে মোহাম্মদ চাঁদের আলো দেখেছিলেন সে চোখে পৃথিবীরও যে আলো থাকতে পারে তা বুঝতে পারেন নি। তাই কোরআনের কোথাও ওয়া আরদান মুনি-রা বা ওয়াল আরদা নূ-রান লিখা নেই। আলাম তারা ইলা রাব্বিকা কাইফা মাদ্দাজ্জিল্লু-----। তুমি কি দেখো নি, কিভাবে তোমার প্রভু ছায়া বিস্তার করেন? তিনি ইচ্ছে করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (সূরা ফুরকান ৪৫)।

আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে সূর্যকে (না ছায়াকে) স্থির রাখতে পারতেন, কিন্তু রাখেন নি, এইতো কথা? পরের আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন- ছুম্মা কাবাজনা-হু ইলাইনা কাবজান ইয়াছি-রা। তারপর ধীরে ধীরে একে আমি টেনে নেই আমার নিজের দিকে। (সূরা ফুরকান ৪৬)। আল্লাহ্ কাকে টানেন? ছায়াকে টেনে-টেনে লম্বা করেন, নাকি সূর্যকে টেনে-টেনে কাছে নেন? এ কথার অর্থটা কি দাঁড়ালো? অর্থটা হলো, সকল সময়ের জন্যে সকলকে বোকা বানানো যায়না।

চলবে-